তারিখ 0 9 JAN 1988
পৃষ্ঠা ... 6 ... কলাম ... 1 ...

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ঃ আগামীর জন্য কি ধারণ করছে?

সকল সচেতন নারী সংগঠন এবং বিবেকবান মানুষের কাছে উপরোক্ত প্রশ্ন

॥ হামিদা বানু ॥

খেলাধরের একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে একটি মেয়ে, নাম ইতি, নেচেছিল বিশ্ববিদ্যালয় অডিটোরিয়ামে। রবীন্দ্র সঙ্গীতের সাথে নৃত্য। সুন্দর, রুচিসম্মত নাচ। ওর নাচের সুনাম মোটামুটি ছড়িয়ে পড়ে ক্যাম্পাসে। কলেজ থেকে তাকে আমন্ত্রণ জানানো হয় অনুষ্ঠানে নৃত্যে অংশ নেয়ার। নাচবে বলে বেশ কদিন ধরেই সে অনুশীলন করে আসছিল। অনুষ্ঠানের দিনও, অর্থাৎ ৩১শে আশ্বিন দুপুরে কলেজে গিয়ে সে চূড়ান্ত রিহার্সাল দিয়ে এসেছে।

পাশাপাশি চলছিল আরেক ষড়যন্ত্রমূলক আন্দোলন। শোনা গেল, খেলাধরের ইতি যে নেচেছিল, তা ছিল অশ্লীল, ইসলাম বিরোধী। কলেজে পড়া মেয়ের নাচ? কাজেই ধর্মকে বাঁচাতে হলে অডিটোরিয়ামে আর কখনোই এতোবড় মেয়েকে নাচতে দেয়া যায় না।

প্রথমে অধ্যক্ষের কাছে আপত্তি জানায় কলেজেরই জনা-কয়েক ছেলে। এরা অধ্যক্ষকে এই বলে হুমকি দেয় যে, স্কুল সেকশনের মেয়েদের নৃত্য অনুমোদনযোগ্য হলেও, কলেজ সেকশনের কোন মেয়ের নৃত্য চলবে না। অনুষ্ঠান হতে দেয়া হবে না, ইত্যাদি, ইত্যাদি। ইতিকেও ওপেন থ্রেট, অর্থাৎ খোলাখুলি ভয় দেখানো হয়। এই সব ছেলেদের কেউ কেউ আবার ক্যাম্পাসে বসবাসকারী আমাদের সহকর্মী কিছু শিক্ষক/কর্মচারীর সন্তান। এঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরেই প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতির দোর্দণ্ড প্রতাপের কথা দেশবাসী জানে। ছাত্ররা এই রাজনীতি করে অস্ত্রের জোরে। কিছু শিক্ষক তাতে সক্রিয় মদদ জোগান।

কিছুদিন আগে ছাত্রী হলের একটি নাটককে কেন্দ্র করে এরা শ্লোগান, মিটিং, মিছিল, প্রতিবাদ করেছে। নাটকটি পরিচালনা করেছিলেন চারুকলা বিভাগের ড্রামাটিকসের শিক্ষক কামালউদ্দীন নীলু। এরপর তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের দিয়ে ব্রেখট-এর একটি নাটক মঞ্চস্থ করার উদ্যোগ নিলে প্রচণ্ড বাধার ও হুমকির মুখে সেটিও বন্ধ করতে বাধ্য হন। কিন্তু তাতে কি তিনি রেহাই পেয়েছেন? তাঁর চেম্বারের সামনে এসে এই সব ছাত্র-নামধারী মস্তানেরা অকথ্য ভাষায়, তাঁকেও গালাগালি করে। আর এ সবই করা হচ্ছে ধর্মের দোহাই দিয়ে। ধর্মের এমন বিকৃতি ও এমন ক্ষতি দেশের আর কোথাও, কোন ইন্সটিটিউশনে হচ্ছে বলে আমার জানা নেই। ইতির নাচের ব্যাপারেও আপত্তি এই ধর্মের নামেই।

অথচ এইসব তথাকথিত ইসলামের ধ্বজাধারীরা, ক্যাম্পাসে যে কত অন্যায় ঘটে যাচ্ছে— সে ব্যাপারে একেবারে নিশ্চুপ। ধর্ষণ ও ধর্ষণ প্রচেষ্টার একাধিক ঘটনা ঘটেছে এই ক্যাম্পাসে। অন্যায়ভাবে একতরফাভাবে একাধিক 'মা' কে "তিন তালাক" দিয়ে, সংসার থেকে বিদায় করে দিয়েছেন এইসব তথাকথিত ধর্মের রক্ষকেরা। শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে বেশ কয়েকটি। ইসলাম তখন বিপন্ন হয় না। অথচ এম, এ পড়া একটি মুসলমান মেয়েকে একজন হিন্দু ছেলে মুসলমান হয়ে বিয়ে করার পর বহুদিন তাদের পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে প্রাণের ভয়ে। এই হলো চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস। এই নৈতিকতাবোধে দীক্ষিত হচ্ছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশির ভাগ ছাত্র-ছাত্রী।

স্বাধীনতা বিরোধী এই গোষ্ঠীটি কিছুদিন পূর্বে হঠাৎ নির্দেশ জারী করে যে বিশ্ববিদ্যালয় শাটল ট্রেনে ছেলে-মেয়েরা একসাথে উঠতে পারবে না। 'মহিলা'দের কম্পার্টমেন্ট চিহ্নিত করে দেয়। ছেলে-মেয়েরা তা না মানতে চাইলে ষ্টেশনে ছোটখাট সংঘর্ষ বাধে। সুখের বিষয়, এ হুকুমজারি বাস্তবায়িত হতে পারেনি বিশেষভাবে মেয়েদেরই প্রতিরোধের মুখে। তাছাড়া এই স্বাধীনতা বিরোধী মস্তানদের দাপট ক্যাম্পাসের ভেতরে যতখানি, বাইরে ততখানি নয়। বাইরে এরা অনেক সংযত, মনে হয়, কিছুটা সন্ত্রস্তও।

ধর্মকে হাতিয়ার করে এরা আসলে বেশিরভাগ গ্রাম থেকে আসা, নিরীহ ছাত্রদের বিভ্রান্ত করছে। এই সব শান্ত নিরীহ ছাত্রদের দলে টানার আরেকটি উপায় হলো হলের সিট বরাদ্দ। এই দলে নাম লেখালে হলের সিট নিশ্চিত, কর্মী হলে আর্থিক সাহায্যও পাওয়া যায়। সাকসেসফুল হওয়ার পর নেতারা একটা করে মোটর সাইকেল পেয়েছে বলে শোনা যায়। ঝাকঝকে নতুন কিছু মোটর সাইকেলের ঘোরাঘুরি দেখে একথা সত্যি বলেই মনে হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র ছাত্রী হলটিতেই এই প্রতিক্রিয়াশীল চক্র থাবা বসাতে পারেনি। তবে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে প্রভাব খাটিয়ে কিছু মহিলা কর্মী হলের জন্যে তৈরী করে নিতে হবে। এরা যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সফল না হয়েছে তা নয়। কিন্তু জানা গেছে নাটক ও ট্রেনের ঘটনার পর মেয়েরা এ ব্যাপারে যথেষ্ট সজাগ ও সতর্ক হয়ে গেছে। কলেজে ইতির নাচের ব্যাপারে বিরোধিতা এলেও অধ্যক্ষ সাহেব তা প্রথম দিকে সফলভাবে প্রতিরোধ করেন। কিন্তু কলেজে এবং ক্যাম্পাসে গুঞ্জন চলতেই থাকে। এর মধ্যে হঠাৎ কলেজের জনৈক শিক্ষক ইতিকে ডেকে আচমকা নাচের বিরোধীতার ব্যাপারে প্রশ্ন করেন।

তারিখ 0 9 JAN 1988
পৃষ্ঠা ... কলাম

ইতি [illegible] তার পরিবারের সদস্যরা এ ধরনের আচরণের কারণ বুঝতে পারেনি। পর্দার অন্তরালে কিছু ঘটছে আশঙ্কা করেই ইতিও আমাকে অনুরোধ করেছিল, "আপনি কিন্তু থাকবেন।"

অধ্যক্ষ সাহেব আমাকে এবং আরও কিছু শিক্ষককে অনুষ্ঠানে থাকতে অনুরোধ করেন। যাতে কোন গোলমাল হলে সামাল দেয়া যায়, কারণ সব তো আমাদেরই ছেলে-মেয়ে।

হঠাৎ শুনতে পেলাম ইতির নাচ নিষিদ্ধ হয়েছে। ছুটে গেলাম ষ্টেজের পেছনে। দেখলাম মস্তান গ্রুপটি এক জায়গায় জোট পাকাচ্ছে। আমি তাদের চ্যালেঞ্জ করলাম, "ইতির নাচের ব্যাপারে তোমরা আপত্তি করেছো? কেন এবং কি জন্যে আমি জানতে চাই।" ওরা সতর্কভাবে যা জবাব দিল, তা হলো, তারা কলেজে স্যারকে নাচের ব্যাপারে আপত্তির প্রথম দিকে জানিয়েছিল। এবং এখন, এই মুহূর্তে ওরা আর এই ব্যাপারে কিছুই জানে না। সেকথা ষ্টেজের পেছনে একজন শিক্ষক ছিলেন; তিনি জানালেন 'নাচ হবে না, অসুবিধা আছে।" অধ্যক্ষ সাহেব কথা বলতে এলে, তাঁকে পর্যন্ত এই শিক্ষকটি মুখ খুলতে দিচ্ছিলেন না। তিনি জোরার মুখে জানালেন যে বিভিন্ন জায়গা থেকে নাকি টেলিফোনে হুমকি এসেছে এই নাচের ব্যাপারে। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টর এবং সিকিউরিটি অফিস থেকেও নাকি ইতির নাচ বন্ধ করতে বলা হয়েছে।

স্কুল ও কলেজের অন্ততঃ ক'জন শিক্ষক যে এই প্রতিক্রিয়াশীলতা ছড়াচ্ছেন এ ব্যাপারে প্রায় নিশ্চিত ধারণা পোষণ করেন সচেতন অভিভাবক মহল। কলেজ সেকশনের একজন শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয় হল সমূহের মস্তানদের সাথে যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখেন, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন গোলমালের সময় আমরা পেয়েছি। এই শিক্ষক প্রগতিশীল শিক্ষকদের সন্তানদেরকে কলেজে নানা রকম হুমকি দেয়, এবং ভয় দেখিয়ে বলেন, "কিভাবে পাস কর দেখিয়ে দেব।" ইতিকে টার্গেট করার, আমার মনে হয় এও একটা কারণ যে ইতির বাবা-মা ভাই বোন সকলেই অত্যন্ত প্রগতিশীল।

আমার প্রশ্নের জবাব, অর্থাৎ কেন অধ্যক্ষ সাহেব শেষ মুহূর্তে ইতিকে নাচতে বারণ করলেন, আমি পেয়ে গেলাম কিছুক্ষণের মধ্যেই। আমরা ক'জন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে কলেজের অনুষ্ঠান শেষ হওয়া মাত্রই, এই ষ্টেজেই আমরা ইতির একক নৃত্যানুষ্ঠানের ঘোষণা দেব, দেখি কে কি করে? ইতির বাবা মাও এ ব্যাপারে পূর্ণ সমর্থন দিলেন, ইতিও প্রস্তুত। আমরা এটা করতে চাইলাম প্রতিবাদ হিসাবে। কেমন একটা জিদ চেপে গিয়েছিল, ক্রোধে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু এমন সময় সংবাদ এল, হলের গেইটে এবং বাইরে বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু মস্তান প্রস্তুত। এবং যেখানে এতগুলো ছেলেমেয়ে জিম্মি, সেখানে আমার এই সাহস, এই জিদ মূর্খতা। আমার অর্গানাইজড হুলিগানিজম-এর কাছে হেরে গেলাম। সেজন্য আমার লজ্জা যতনা দুঃখ তার চেয়ে বেশী। নারীদের মুক্ত, স্বাধীন চলাফেরা রুদ্ধ করার এক ষড়যন্ত্র চলছে, ষড়যন্ত্র চলছে নারীদের ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করার, শুধু এই ক্যাম্পাসে নয়, সারাদেশে।

এই ক্যাম্পাস এক সময় ছেলে-মেয়েদের সম্মিলিত খেলা, হাসি, সংস্কৃতি চর্চায় মুখর ছিল। এই ক্যাম্পাসের মহিলারা বিকেলে পাহাড়ের ছায়ায় দল বেধে হেঁটে বেড়াতে ভালবাসত। সন্ধ্যা নামলে, নামে এক ভূতুড়ে অন্ধকার। রাস্তায় মহিলারা বেরুলে মসজিদে তার সমালোচনা হয়। অথচ এই মসজিদেরই ইমাম, যখন ক্যাম্পাসের একটি ছেলেকে ধর্ষণ করেছিল, তাকে সরাতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে। তার চাকরি যায়নি বরং, শুধু-মাত্র স্থানান্তরিত হয়েছিল।

এই সব অপরাধের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয় না ক্যাম্পাসের তারা। এই হল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে ধর্ম অধর্মের [illegible] সংজ্ঞা অমানবিক কিছু ব্যক্তির মনগড়া। যাঁরা সত্যিকার অর্থে ধার্মিক, তাঁরা এখানে 'পাত্তা' পান না। আর আমাদের অসহায়ের মতো তা চোখ মেলে দেখতে হয়। ইতিরা এখানে মঞ্চ পায় না প্রতিবাদ করার। ইতিরা কেবল দুঃখে, অপমানে কাঁদে। আমি তোমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী ইতি। আমি তোমার লাঞ্ছনা দুচোখ মেলেই শুধু দেখলাম, এ লাঞ্ছনা রুখে দাঁড়াতে পারলাম না। এ আমার বড় লজ্জা, এ আমার পরাজয়।

কিন্তু হেরে গেছি কি শুধু ইতির কাছেই, ছাত্রদের কাছে [illegible] প্রতিনিয়তই? তাদের কোর্স শেষ করার, সময় মতো ডিগ্রী দেয়ার দায়িত্বও তো আমরা নিয়েছি। আমরা সে দায়িত্ব পালন করছি না, করতে পারছি

না। আমরা পা[illegible] নিরাপত্তা দিতে। তাদের লাঞ্ছনা [illegible]